গ্রেফতার, রাবার বুলেট, টিয়ারশেল, জলকামান, লাঠিচার্জ, পুলিশি বাধার মধ্যে সুন্দরবন রক্ষায় রাজধানীতে আধাবেলা হরতাল পালিত

২৬ জানুয়ারি ঢাকায় হরতাল চলাকালে জাতীয় কমিটির মিছিল

ভোর ৬টায় জাতীয় কমিটির নেতাকর্মীরা পুরানা পল্টন, শাহবাগ, বাহাদুর শাহ পার্ক, যাত্রাবাড়ী, খিলগাঁও, শান্তিনগর, আজিমপুর, সায়েন্স ল্যাবরেটারি, মোহাম্মদপুর, মিরপুরসহ নগরীর বিভিন্ন এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে হরতালের সমর্থনে মিছিল বের করে। সকাল ৭টার দিকে শাহবাগ এলাকায় মিছিল বের করলে পুলিশ টিয়ারশেল, জলকামান ও রাবার বুলেট দিয়ে মিছিলকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এরপরও একাধিকবার শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ হামলা চালায় এবং মিজানুর রহমান, ছাত্রনেতা হাসিব মোহাম্মদ আশিক, মাহাতাব, জুয়েল ও তপুকে গ্রেফতার করে। এছাড়া পুলিশি হামলায় ছাত্রনেতা লাকী আক্তার, নাসির উদ্দিন প্রিন্স, জিলানী শুভ, কিবরিয়া হোসেন, বেনজির আহমেদ, কাকন বিশ্বাস, আইজিদ শাহ, আজিজুল হায়াত কনক, অনিক রায়, লাবনী মণ্ডল, শুভ বণিক, নির্ঝর, রুখসানা আফরোজ আশা, মুক্তা বাড়ৈ, অনিকসহ অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী আহত হন।

ভোর ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের নেতৃত্বে পল্টন, প্রেসক্লাব, তোপখানা, কাকরাইল, বিজয়নগর, দৈনিক বাংলা, মতিঝিল, ও গুলিস্তান এলাকায় জাতীয় কমিটির নেতাকর্মীরা বিরতিহীন মিছিল এবং পুরানা পল্টন মোড় ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ করে।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের সভাপতিত্বে এসব সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেড খালেকুজ্জামান, কমরেড সৈয়দ আবু জাফর আহমেদ, টিপু বিশ্বাস, রুহিন হোসেন প্রিন্স, বজলুর রশিদ ফিরোজ, সাইফুল হক, শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, জোনায়েদ সাকী, মোশরেফা মিশু, মোশাররফ হোসেন নান্নু, নাসির উদ্দিন নসু, শওকত হোসেন, শামসুল আলম, মাসুদ খান, জুলফিকার আলী, আকবর খান, প্রকৌশলী শম্পা বসু প্রমুখ।

সমাবেশে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ পুলিশি হামলা ও গ্রেফতারের নিন্দা জানান। তিনি নানা সংকটের মধ্যেও সুন্দরবন রক্ষায় হরতাল পালন করায় ঢাকাবাসীকে অভিনন্দন জানান এবং পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার যুক্তিতে না পেরে শক্তি প্রদর্শনের পথ বেছে নিচ্ছে। এর পরিণাম মোটেই শুভ হবে না। গতকাল হরতালের আগে মিরপুরের জাতীয় কমিটির সংগঠক খান আসাদুজ্জামান মাসুমকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। বিভিন্ন বাস স্ট্যান্ড, টেম্পু স্ট্যান্ডে যেয়ে গাড়ী বের করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এতসবের পরেও মানুষ সুন্দরবন রক্ষার পক্ষে অবস্থান ঘোষণা করেছে। যারা বাধ্য হয়ে রাস্তায় বেরিয়েছেন তারাও আমাদের সাথে সংহতি জানিয়ে গেছেন। এই হরতালে আমাদের নেতাকর্মীরা একটিও ঢিল ছোড়েনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু শিক্ষক গাছতলায় ক্লাশ নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আরও বেশি এধরনের কর্মকাণ্ড পালিত হত। কিন্তু পুলিশি হামলা রাস্তায় ছাত্রদের নামতে দেয়নি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার যতদিন না পর্যন্ত রামপাল কয়লা প্রকল্পসহ সুন্দরবনবিনাশী প্রকল্প বাতিল না করবে ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

সমাবেশ শেষে বেলা ২টায় জাতীয় কমিটির নেতাকর্মীরা শাহবাগ এলাকায় যেয়ে ছাত্র সমাবেশের সাথে সংহতি জানান এবং আহত ও গ্রেফতারকৃতদের দেখতে যান। হরতালে সর্বপ্রাণ সাংস্কৃতিক আন্দোলন, উদীচী, বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠনও অংশ নেয়। তারা রাজপথে সংগীত পরিবেশন করেন।

জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ এক বিবৃতিতে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হওয়ায় ঢাকাবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিবৃতিতে সুন্দরবন রক্ষা আন্দোলন অব্যাহত রাখতে সচেতন মানুষের প্রতিও আহ্বান জানানো হয়।

ওপরে বামে হরতালকারীদের লক্ষ্য করে পুলিশ টিয়ার সেল ও রাবার বুলেট ছুড়ছে। ডানে রাবার বুলেটে আহত ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন প্রিন্স। নিচে বামে শাহবাগে হরতালের সমর্থনে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিল। ডানে জাতীয় কমিটির মহানগর নেতা মিজানের ওপর পুলিশি বর্বর নির্যাতন।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে জাতীয় কমিটি
‘সুন্দরবন বাঁচাতে হবে; মানুষ বাঁচাতে, বাংলাদেশ বাঁচাতে’
‘যুক্তি তথ্য শুনুন, জনমত বিবেচনায় নিন, মানুষের কথা ভাবুন’

রামপাল প্রকল্প নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহবায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ ২৮ জানুয়ারি ২০১৭ এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘২৮ জানুয়ারি চট্টগ্রামে এক অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবারও রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের পক্ষে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের রামপাল ঘুরে আসতে যাতে আমরা সুন্দরবন থেকে এই প্রকল্পের দূরত্ব বুঝতে পারি। প্রধানমন্ত্রীর অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বর্তমান ডিজিটাল যুগে দূরত্ব জানার জন্য এলাকায় গিয়ে ফিতা দিয়ে মাপার দরকার হয় না, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে বসে এই দূরত্ব বের করা সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী যে দূরত্ব বলেছেন আমরা তা স্বীকার করি, এই দূরত্ব যে নিরাপদ নয়, তা বহুবার তথ্যপ্রমাণসহ আমরা উপস্থিত করেছি। সরকারের আমন্ত্রণে এবং সরকারি আতিথ্যে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ দল এবং ইউনেসকো টিম সুন্দরবন রামপাল এলাকা সফর করেছেন। কিন্তু এই সফর করে তাঁদের মত বদলায়নি, তাঁরা সকলেই এই বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিলের কথাই বলেছেন। আমরা বহুবার রামপাল গেছি, যাবার কারণেই আমরা আরও নিশ্চিত হয়েছি যে, রামপাল প্রকল্প সুন্দরবনসহ উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য রামপাল প্রকল্প নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহবায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ ২৮ জানুয়ারি ২০১৭ এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘২৮ জানুয়ারি চট্টগ্রামে এক অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবারও রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের পক্ষে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের রামপাল ঘুরে আসতে যাতে আমরা সুন্দরবন থেকে এই প্রকল্পের দূরত্ব বুঝতে পারি। প্রধানমন্ত্রীর অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বর্তমান ডিজিটাল যুগে দূরত্ব জানার জন্য এলাকায় গিয়ে ফিতা দিয়ে মাপার দরকার হয় না, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে বসে এই দূরত্ব বের করা সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী যে দূরত্ব বলেছেন আমরা তা স্বীকার করি, এই দূরত্ব যে নিরাপদ নয়, তা বহুবার তথ্যপ্রমাণসহ আমরা উপস্থিত করেছি। সরকারের আমন্ত্রণে এবং সরকারি আতিথ্যে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ দল এবং ইউনেসকো টিম সুন্দরবন রামপাল এলাকা সফর করেছেন। কিন্তু এই সফর করে তাঁদের মত বদলায়নি, তাঁরা সকলেই এই বিদ্যুৎ

প্রকল্প বাতিলের কথাই বলেছেন। আমরা বহুবার রামপাল গেছি, যাবার কারণেই আমরা আরও নিশ্চিত হয়েছি যে, রামপাল প্রকল্প সুন্দরবনসহ উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য ধ্বংসযজ্ঞ ডেকে আনবে।

প্রধানমন্ত্রী আমাদের রামপাল থেকে সুন্দরবন পদযাত্রা করতে পরামর্শ দিয়েছেন। আমরা এই পরামর্শ গ্রহণ করলাম। আশা করি পুলিশ ও সরকারি দলের মাস্তান বাহিনী অন্যান্য বারের মতো এ যাত্রায় বাধা সৃষ্টি করবে না। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমরা মানুষ নয় বাঘের কথা চিন্তা করছি। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাঘ সম্মেলনে তিনিই বলেছিলেন, 'বাঘ বাঁচলে সুন্দরবন বাঁচবে, সুন্দরবন বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে'। বাঘসহ অসংখ্য প্রাণের আধার হিসেবে সুন্দরবন অসাধারণ প্রাণশক্তি ধারণ করে। বন বেঁচে থাকা দরকার, জৈববৈচিত্র্য রক্ষা করা দরকার মানুষের জন্যই। ৩৫-৪৫ লক্ষ মানুষের জীবিকা, ৫ কোটি মানুষের জীবন নিরাপত্তা এই সুন্দরবনের উপরই নির্ভর করে। সুন্দরবন বাঁচাতে হবে মানুষ বাঁচাতে, বাংলাদেশ বাঁচাতে।

প্রধানমন্ত্রী প্রযুক্তির কথা বলেছেন। এ বিষয়েও আমরাসহ দেশ বিদেশের বহু বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত দিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে এই প্রযুক্তি সুন্দরবন ধ্বংস করবে। এর সীমাবদ্ধতার কারণেই এর চাইতে বেশি দূরত্বেও এনটিপিসি ভারতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র করবার অনুমতি পায়নি। চীন ভারতসহ বহু দেশ এসব কেন্দ্র বাতিল করছে। তিনি সম্প্রতি কয়লা ভরা জাহাজডুবির কথা বলেছেন। গত তিন বছরে বহুজাহাজডুবির ঘটনা ঘটেছে, সর্বশেষ ১ হাজার টন কয়লা নিয়ে জাহাজ ডুবেছে। এর যে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি তা নিয়ে সরকারের কোনো মাথাব্যথা দেখা যায়নি, এগুলো উদ্ধার, ক্ষতি হ্রাস, এধরনের পরিবহণ বন্ধ করার বিষয়ে সরকারের কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। রামপাল প্রকল্প হলে এই পথেই প্রতিদিন ১৩ হাজার টন কয়লার জাহাজ যাবে, আমাদের উদ্বেগ সে কারণেই আরও বেশি।'

বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো, যুক্তি তথ্য শুনুন, জনমত বিবেচনায় নিন, মানুষের কথা ভাবুন। দেশি ভূমি-বনগ্রাসী কিছু গোষ্ঠী আর ভারতের ব্যবসায়িক স্বার্থের কাছে আত্মসমর্পণ করে দেশের সর্বনাশ করবেন না, অবিলম্বে রামপাল প্রকল্পসহ সুন্দরবনবিনাশী সকল অপতৎপরতা বন্ধ করবার ব্যবস্থা নিন।'

ছাত্র ধর্মঘট

সুন্দরবন রক্ষার দাবিতে শান্তিপূর্ণ হরতালের কর্মসূচিতে পুলিশের ন্যাক্কারজনক হামলার প্রতিবাদে

৩০ জানুয়ারি '১৭ প্রগতিশীল ছাত্রজোটের আহ্বানে সুন্দরবন রক্ষার দাবিতে ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ২৬ জানুয়ারি সুন্দরবন রক্ষায় তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি আহুত হরতালে পুলিশের ন্যাক্কারজনক হামলায় ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিক আহত হওয়ার ঘটনায় ছাত্র ধর্মঘটের ঘোষণা দেয় প্রগতিশীল ছাত্র জোট।

৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন কলেজ, ঢাকা কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধর্মঘট পালিত হয়। প্রগতিশীল ছাত্রজোটের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সকাল ৬টা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অবস্থান গ্রহণ করেন। ছাত্র ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়নি। শুধুমাত্র পরীক্ষার্থীরা তাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। ধর্মঘট চলাকালে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের বিক্ষোভ মিছিল ক্যাম্পাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। ধর্মঘট চলাকালে প্রতিবাদী মিছিলে এক পর্যায়ে বাধা প্রদান করে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নেতাকর্মীদের উপর চড়াও হলে আহত হয় বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরের সাধারণ সম্পাদক রাকিব হাসান। বিক্ষোভ মিছিল পরবর্তী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি ইমরান হাবিব রুমন, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জিলানী শুভ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকা, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা। বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সহ-সম্পাদক উৎসব মোসাদ্দেক এর সঞ্চালনা সভাপতিত্ব করেন প্রগতিশীল ছাত্রজোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ইকবাল কবীর। এসময় বক্তারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশের ন্যাক্কারজনক হামলার তীব্র নিন্দা জানান ও ছাত্রলীগের বাধা প্রদানের ঘটনায় প্রতিবাদ জানান। সুন্দরবন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রক্ষা কবচ। দলমত নির্বিশেষে সুন্দরবন রক্ষায় সকলকে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। একই সাথে তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিনষ্ট করার দায় ছাত্রলীগকে নিতে হবে। এসময় বক্তারা শান্তিপূর্ণ হরতাল কর্মসূচিতে পুলিশের বিনা উস্কানীতে মারমুখী আচরণ ও সাংবাদিক নির্যাতনের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।